ভুতের মুখে রাম নাম...

এই খবরটি ১ সেপ্টেম্বরের দৈনিক সংগ্রাম থেকে সংগৃহীত। দেখে কাঁদবো না হাসবো ।।।

- ফেরদৌস আরেফীন

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা অযৌক্তিক ছাত্র ধর্মঘট ছাত্র সমাজ প্রত্যাখান করেছে

-শিবির সভাপতি

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেছেন, গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে প্রেনেড বিক্ষোরণের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন সম্পর্ক নেই। ছাত্রসমাজসহ গোটা জাতি এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শান্তির দাবী জানিয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনসহ পুলিশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোলের সাহায্য নিচেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ তদন্ত কমিশন ও সরকারকে সহযোগিতা না করে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্যের আশ্রয় নিয়েছে। আওয়ামী লীগ তার ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগকে দিয়ে ছাত্রধর্মঘটের নামে ছাত্র সমাজের শিক্ষা জীবনকে জিম্মি করে রেখেছে। যা কারো কাম্য নয়। শিবির সভাপতি ছাত্রলীগ কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে ছাত্র সমাজের শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়ার সুদূর প্রসারী নীলনকশার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকায় অবস্থানরত কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সভায় ঢাকায় অবস্থানরত কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা ও তৎপরবর্তী দেশে পরিকল্পিত ভাংচুর, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় আওয়ামী লীপের সমাবেশে এ ঘৃণ্য হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, এ হামলা কোন দলের বিরুদ্ধে নয় বরং এটা দেশ, জনস্বার্থ ও গণতদ্রের বিরুদ্ধে । এ ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যখন ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণতা ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার কথা বলছেন তখন দেশকে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়া হছেছ । সভায় বলা হয় হরতালের নামে গাড়ী ভাংচুর, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা দুঃখজনক।

সভায় লাগাতার ধর্মঘটের প্রতিবাদে সর্বসন্মতিক্রমে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী গৃহীত হয়। গৃহীত কর্মসূচীগুলো হলোঃ

- ১ সেপ্টেম্বরঃ স্কুল ছাত্রদের প্রতিবাদী অবস্থান, মুক্তাঙ্গন সকাল ১১টা
- ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিভাগীয় শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিক্ষোভ
- ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ছাত্র গণজমায়েত, বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট, বিকাল ৪টা
- ত থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ছাত্রসংগঠনগুলোর সাথে মতবিনিময়

শিবির সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে দেশের ৯০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে
এ ধর্মঘট পালিত হচ্ছে না উল্লেখ করে বলেন, তারপরও ধর্মঘট প্রত্যাহার
না করার ফলে অভিভাবক মহল ও দেশবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা
বিরাজ করছে।তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে ছাত্রধর্মঘট প্রত্যাহার করা না
হলে ছাত্র সমাজের শিক্ষা জীবন ধ্বংসকারী তথাকথিত ছাত্র ধর্মঘটের
বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে পরামর্শ করে লাগাতার কর্মসূচী
ঘোষণা করা হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।